أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 114/ঐ)

www.motaher21.net

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না।

Don't follow the footsteps of satan.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৬৮

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَیِّبًا ۖ٘ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না।সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] (حلّ) শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া

হয়েছে। সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল [১] হালাল খাওয়া, [২] ফরয আদায় করা এবং [৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। (طيِّب) শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীআতের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

[২] (خُطُوَاتٌ) শব্দটি (خُطْوَةٌ) এর বহুবচন। (خُطْوَةٌ) বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সে অনুসারে (خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী পদক্ষেপসমূহ বা শয়তানী কর্মকাণ্ড। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, “আমি আমার বান্দাকে যে সম্পদ দিয়েছি তা বৈধ। আর আমি আমার সকল বান্দাকেই একনিষ্ঠ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর তা হারাম করে দেয় যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম। " [মুসলিম: ২৮৫৬] (অর্থাৎ তারা সেগুলোকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে হারাম বানিয়ে ফেলে)

হারাম খাওয়া এবং শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

মহান আল্লাহ তাওহীদের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একাই সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের আহারদাতাও তিনিই। তিনি বলেনঃ তোমরা আমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না যে, আমি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করেছি যা তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদানকারী। ঐ খাদ্য তোমাদের শরীর স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করে না। আমি তোমাদের শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেউ কেউ তোমাদেরকে শয়তানের পথে চলে কতোগুলি হালাল বস্তু তাদের ওপর হারাম করে নিয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে। যেমনটি ঘটেছিলো ‘বাহীরা’ (যে উটনীর দুধ শুধুমাত্র মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো এবং অন্যাদের পান করা নিষিদ্ধ ছিলো) অথবা ‘সাইবা’ (যে উটনীকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে চলাচলের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো এবং কোন বোঝা বহন করায় নিষেধাজ্ঞা ছিলো) অথবা ‘ওয়াসীলা’ (যে উটনী যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসবকালে উটনী বাচ্চা প্রসব করতো তাকে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হতো) এবং অন্যান্য জাহিলিয়াতের কাজসমূহ পালন করার জন্য শায়তান তাদের কাছে অতি আকর্ষনীয় করে তুলে ধরতো এবং তারাও মহান আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে তা পালন করতো। ইমাম মুসলিম আইয়াদ ইবনে হিমার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

إن كل ما أمنحُه عبادي فهو لهم حلال "وفيه": وإني خلقت عبادي حُنَفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحَرَّمتْ عليهم ما أحللتُ لهم".

‘আমি যে ধন-সম্পদ আমার বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার বান্দাদের একাত্মবাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শায়তান তাদেরকে এই সুদৃঢ় ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং

আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের ওপর অবৈধ করে দিয়েছে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/৬৩/২১৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৬২)

হাফিয আবূ বাকর ইবনে মারদুওয়ায় (রহঃ) একটি সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এই আয়াতটি পঠিত হলে সা 'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার জন্য দু 'আ করুন যেন মহান আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবূল করেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

"يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليَقْذفُ اللقمة الحرام في جَوْفه ما يُتَقبَّل منه أربعين يومًا، وأيّما عبد نبت لحمه من السُّحْت والربا فالنار أولى به".

'হে সা 'দ! পবিত্র জিনিস এবং হালাল খাদ্য আহার করো, তাহলেই মহান আল্লাহ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। যে মহান আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যে হারাম গ্রাস মানুষ তার পেটের ভিতরে নিক্ষেপ করে, তারই কুফল স্বরূপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন 'ইবাদত গৃহীত হয় না। হারাম আহার্যের দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা জাহান্নামী।' (হাদীসটি য 'ঈফ। আল মাজমা 'উয যাওয়ায়েদ ১০/২৯১, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৫৪৭, মীযানুল ই 'তিদালা-১/৫৩৯)

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ 'বস্তুত সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' এটা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ একটি সতর্কবাণী। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَه لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ﴾

'শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।' (৩৫ নং সূরা আল ফাতির, আয়াত নং ৬)

অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ١ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا﴾

‘তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে অথাৎ ইবলীসকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছো? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে কতো নিকৃষ্ট বদলা।’ (১৮ নং সূরা কাহফ, আয়াত নং ৫০)

ولا تتبعوا خطوات الشيطان এর অর্থ প্রসঙ্গে কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ্র যে কোন আদেশ অমান্যকরণ যাতে শায়তানের প্ররোচনা রয়েছে, তাই خطواتالشيطان এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) বলেন একটি লোক নযর মানে যে, সে তার ছেলেকে যবেহ করবে। মাসরুক (রহঃ) এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ফাতাওয়া দেন যে, সে যেন একটি মেষ যবেহ করে। কেননা এই নযর খুতুওয়াতিশ শায়াত্বীনের অন্তর্গত। ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস ‘উদ (রাঃ) একবার ছাগীর খুর লবন দিয়ে খাচ্ছিলেন। তার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি দূরে সরে গিয়ে উপবেশন করে। তিনি অর্থাৎ ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস ‘উদ (রাঃ) লোকটিকে বলেনঃ এসো খাও। সে বলেঃ আমি খাবো না। তিনি বলেন, তুমি কি সাওম রেখেছো? সে বলেঃ না, কিন্তু আমি এটা নিজের ওপর হারাম করেছি। তখন তিনি বলেন, এটা শায়তানের পথে চলা হচ্ছে। তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করো ও এটা খেয়ে নাও।

আবূ রাফি ‘ (রহঃ) বলেন, একবার আমি আমার স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হলে সে বলে, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দাও তবে আমি একদিন ইয়াহুদিয়্যাহ, একদিন নাসারানিয়্যাহ এবং আমার সমস্ত গোলাম আযাদ। এখন আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাঃ) এর নিকট বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে আসি যে, এখন কি করা যায়। তখন তিনি বলেন যে, এটা হচ্ছে শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ। অতঃপর আমি যায়নাব বিনতে সালামাহ (রাঃ) এর নিকট গমন করি। সেই সময় গোটা মাদীনা নগরীতে তার মতো সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবতী নারী আর একজনও ছিলেন না। আমি তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তার কাছেও এই উত্তরই পাই। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) ও এই ফাতাওয়া দেন।

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) এর ফাতাওয়া এই যে, ক্রোধের অবস্থায় যে কসম করা হয় এবং এই অবস্থায় যে নযর মানা হয় এর সবগুলোই শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ। কসমের কাফ্ফারার সমান কাফ্ফারা আদায় করে দিতে হবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

‘শয়তান তোমাদেরকে অসৎ কাজ করতে প্ররোচিত করে। যেমন ব্যভিচার করতে এবং মহান আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলতে প্ররোচিত করে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।’ অর্থাৎ তোমাদের শত্রু শয়তান তোমাদেরকে খারাপ কাজ করতে নির্দেশ দেয়, আর খারাপ কাজগুলোর মধ্যে জঘন্যতম খারাপ কাজ হচ্ছে ব্যভিচার ও এ জাতীয় কাজ। সুতরাং প্রত্যেক কাফির ও বিদ ‘আতপন্থী এর অন্তর্ভুক্ত যারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৬৯

اِنَّمَا یَاۡمُرُکُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَ الۡفَحۡشَآءِ وَ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

সে তোমাদের অসৎ কাজ ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর একথাও শেখায় যে, তোমরা আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলো যেগুলো আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।

১৬৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আদম সন্তানের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে’ [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৫৪৩]

শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয় [দেখুন,সহীহ ইবন হিব্বান: ৯৯৭]

[২] (سُوْءٌ) বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। (فَحْشَاءٌ) অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে (سُوْءٌ) এবং (فَحْشَاءٌ) - এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ অর্থাৎ সাধারণ গোনাহ্ এবং কবীরা গোনাহ্।

[৩] না জেনে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা বড় গোনাহ। এ আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলাকে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, [সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আল-আরাফ: ২৮,৩৩, সূরা ইউনুস: ৬৮]

তবে এ আয়াতে ‘না জেনে’ কোন কথা বলতে শয়তান মানুষকে নির্দেশ দেয় সেটা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র সেটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জন্তু-জানোয়ারকে ছেড়ে দেয়া, হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করা, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্‌র জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা থেকে তিনি পবিত্র। যেমন আল্লাহ্ বলেন, “বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওহীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না" [সূরা আল-মায়েদাহ ১০৩]

“তারা জিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র---মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে।” [সূরা আল-আনআমঃ ১০০] “যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। " [সূরা আল-আনআমঃ ১৪০]

“বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ?" বলুন, ‘আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করছ" [সূরা ইউনুস: ৫৯]

“তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না ?” [সূরা ইউনুস:৬৮]

“তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, ‘এটা হালাল এবং ওটা হারাম’। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না" [সূরা আন-নাহল: ১১৬]

“আর তারা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে” [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

অর্থাৎ এই সমস্ত কুসংস্কার ও তথাকথিত বিধি-নিষেধকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মীয় বিষয়াবলী মনে করা আসলে শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, এ ধারণার পেছনে কোন প্রমাণ নেই।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা হালাল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ও শয়তানের কার্যক্রম কী তার বর্ণনা দিয়েছেন।

‘طيب ‘ যা পবিত্র; অপবিত্র নয়। যেমন- মৃত, রক্ত, শুকরের গোশত ইত্যাদি অপবিত্র। (তাফসীর সাদী পৃঃ ৬৩)

তাফসীরে মুয়াসসারে বলা হয়েছে, যা পবিত্র অপবিত্র নয়; যা উপকারী, ক্ষতিকর নয়। (তাফসীর মুয়াসসার: পৃঃ ৬৩) খাদ্য ও পানীয় শরীয়তসম্মত হবার জন্য দু ’টি বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। ১. হালাল হতে হবে ২. তা পবিত্র হতে হবে। কোন জিনিস পবিত্র হলেই হালাল হবে এমন নয়, বরং প্রত্যেক হালাল জিনিস পবিত্র, কিন্তু প্রত্যেক পবিত্র জিনিস হালাল নয়। যেমন সুদ, ঘুষ, চুরি করা টাকা বা বস্তু হিসেবে পবিত্র কিন্তু উপার্জন পদ্ধতি হারাম। তাই এটা হালাল নয়। অপরপক্ষে শুকর যদি টাকা দিয়েও কিনে আনে তাহলেও তা শরীয়তসম্মত খাদ্য নয়, কারণ তা হালাল পন্থায় কিনলেও স্বয়ং বস্তুটি অপবিত্র। সুতরাং এটাও খাদ্যের উপযোগী নয়। আর যে সকল জন্তু যবেহ করে খেতে হয় তা আল্লাহ তা ‘আলার নামে যবেহ করতে হবে, অন্যথায় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল খাদ্য নয়। কারণ তা শরীয়তসম্মত পন্থায় যবেহ না হওয়ায় অপবিত্র ও হারাম। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ‌ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

“বল: ‘আমার প্রতি যে ওয়াহী হয়েছে, তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাইনি, মৃত জন্তু, প্রবাহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করার কারণে।’ তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা খেলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আন ‘আম ৬:১৪৫)

মোটকথা আল্লাহ তা ‘আলা যা হালাল করেছেন তা-ই পবিত্র আর যা হারাম করেছেন তা-ই অপবিত্র।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বারণ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন-

(إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ)

নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্র “।”

পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন:

(اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَا۬ءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ)

"সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না সে বিষয়ে কথা বলার নির্দেশ দেয়।" (সূরা বাকারাহ ২:১৬৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَا۬ءِ وَالْمُنْكَرِ)

"যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলো শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়।" (সূরা নূর ২৪:২১)

শয়তানের অনুসরণ করে হালালকে হারাম কর না। যেমন মুশরিকরা করেছিল। তারা মূর্তির নামে উৎসর্গ করে নিজেদের ওপর হারাম করে নিত। (আহসানুল বায়ান, পৃঃ ৭২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা 'আলা বলেন: আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সেসব জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দেয়। (সহীহ মুসলিম হা: ২৮৬৫)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় পবিত্র ও হালাল হতে হবে।

২. হালাল উপার্জন খাওয়া আবশ্যক।

৩. শয়তানের অনুসরণ করা হারাম।

৪. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু "।

৫. শয়তান মানুষকে খারাপ কাজের দিকে পথ দেখায়।

৬. আল্লাহ তা   ‘আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। এর বাইরে হালাল-হারাম করে নেয়ার অধিকার কারো নেই।